অথচ ঋষিগণ এই অর্চ্চনমার্গে দীক্ষাগ্রহণের অবশ্যকর্ত্তব্যতা নিয়ম করিয়াছেন। তাহা হইলে স্বরূপবিচারে দীক্ষাগ্রহণ নাই এবং কদর্য্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত মানবের পক্ষে মহানুভব ঋষিগণের ব্যবস্থা মত দীক্ষাগ্রহণের কর্ত্তব্যতা আছে। এ দুইই সমঞ্জস। পরমশক্তিপূর্ণ মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণের অপেক্ষা নাই—এই বিষয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে উল্লেখ করিয়া রামার্চ্চনচন্দ্রিকায় যেরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে কতিপয় মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নাই বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৈষ্ণবমন্ত্রের মধ্যেও রামমন্ত্র অধিক ফলপ্রদ, গাণপত্য প্রভৃতি মন্ত্র হইতে কোটি কোটি গুণ অধিক ফলদায়ী। হে বিপেন্দ্র! দীক্ষাগ্রহণ বিনাও এবং পুরশ্চর্য্যাবিধি বিনাও ও ন্যাসবিধি বিনাও জপমাত্রে সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে। আবার কোনও কোনও মন্ত্রে সাধ্যসিদ্ধ প্রভৃতি পরীক্ষার অপেক্ষা নাই—ইহাও শুনা যায়। যেমন মন্ত্রদেবপ্রকাশিকাতে উল্লেখ করা আছে—সূর্য্যবিষয়ে যে সকল মন্ত্র এবং যে সকল বৈষ্ণবমন্ত্র নরসিংহপ্রতিপাদক, সেই সকল মন্ত্র সাধ্যসিদ্ধ সুসিদ্ধ ও অরি বিচার নাই। তন্ত্রান্তরে দেখা যায়—নৃসিংহ, সূর্য্য, বরাহদেবের স্বয়ং প্রকাশ প্রণবের এবং বেদোক্ত মন্ত্রের সিদ্ধ প্রভৃতি শোধন করিতে হয় না। সনৎকুমার সংহিতাতেও উল্লেখ আছে—'গোপালদৈবতাক' অর্থাৎ যে সকল মন্ত্রের দেবতা শ্রীগোপাল, সেই সকল মন্ত্রের সাধ্য, সুসিদ্ধ, সিদ্ধ, অরি বিচার নাই। যেহেতু শ্রীগোপাল মন্ত্র স্বপ্রকাশ। অন্যত্র দেখা—গোপালমন্ত্র সর্ব্ববর্ণে সর্ব্ব আশ্রমে সর্ব্ব নারীতে এবং নানাপ্রকার জন্মনক্ষত্রে পূর্ব্বেই অভিবাঞ্ছিত ফলপ্রদ ; অর্থাৎ জপাদি করিয়া ফলপ্রদান করেন না, জপ সমাপ্তির পূর্ব্বেই ফলপ্রদান করিয়া থাকেন। এই হইল কোনও কোনও মন্ত্রে কোনও কোনও বিষয়ে দীক্ষা প্রভৃতির অপেক্ষা নাই। এখন ঋষিগণ কোন্ কোন্ মর্য্যাদা (নিয়ম) ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই বিষয়ে প্রমাণ দিতেছেন। যথা ব্রহ্মযামলে—শ্রুতিস্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতির এবং পঞ্চরাত্রের বিধি পরিত্যাগ করিয়া ঐকান্তিকী হরিভক্তি বিঘ্নই উৎপাদন করিয়া থাকে। এই বিষয়ে ৪।১৮।৩ শ্লোকে পৃথিবীদেবী পৃথু মহারাজকে কহিয়াছিলেন—"হে রাজন! এই ব্যবহারজগতে এবং ইহলোকের জন্য তত্ত্বদর্শী মুনিগণ মানবমাত্রের কল্যাণপ্রাপ্তির জন্য কৃর্য্যাদি বিবিধ উপায় এবং পরলোকের জন্য অগ্নিহোত্র প্রভৃতি উপায় উল্লেখ করিয়াছেন এবং নিজেরা অনুষ্ঠান করিয়াছেন। যে জন শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মহাজনগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বদর্শিত উপায় সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠান করে, সে জন অক্লেশে ফললাভে ধন্য হইয়া থাকে। আর যে মূর্খ সেই ঋষিগণ প্রদর্শিত উপায় অনাদর করিয়া স্বয়ং বুদ্ধিবলে কার্য্য অনুষ্ঠান করে, তাহার সমস্ত উদ্দেশ্য বিফল হইয়া থাকে এবং বারংবার অনুষ্ঠিত